মক্কা মদিনার ঐতিহাসিক ফাতওয়া

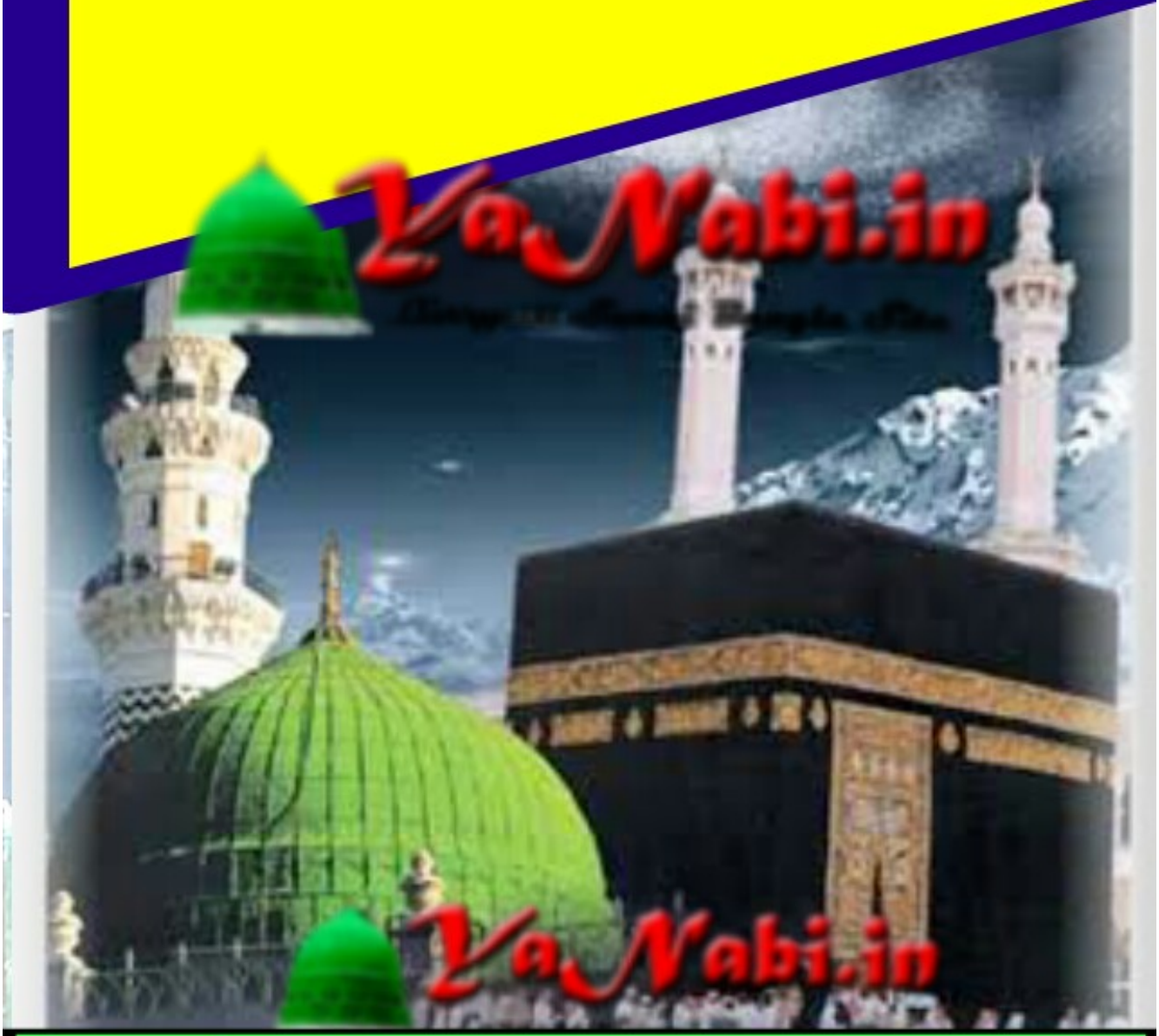

অনুবাদক:
উস্তাযুল উলামা মুফতী শাহজাহান কাদরী
শিক্ষক কিশান গঞ্জ হাই মাদ্রাসা, বিহার।

৭৮৬/৯২

মক্কা মদিনার ঐতিহাসিক ফাতওয়া

অস্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অখন্ড ভারতবর্ষের সমস্ত সুন্নি মুসলমানের সার্বিক ধর্মীয় চিন্তা ধারা তথা আক্বিদা একই ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে"আলেম-ওলামা" নামধারি কিছু ব্যক্তিবিশেষগণ ওই সার্বিক চিন্তা ধারা ও আক্বিদা হতে পৃথক নতুন নতুন ছিন্তাধারা ওয়ায নসিহতের মাধ্যমে পুথি-পত্রে,হাটে-বাজারে,রাস্তা-ঘাটে,যেখানেই সুযোগ হয়-প্রচার করতে শুরু করেন। এমনই কিছু কথা নিম্নে পেশ করা হচ্ছে।--

তারা বলেন"খাতামুন নাবিয়্যীন {শেষনবী}এর অর্থ শেষ নবী নয়।নবীজীর যুগে বা পরে নতুন নবী হওয়া সম্ভব"।"কোরআন শরীফ জঘন্য গালীগালাজে ভরে রয়েছে"।" আমলে উম্মতী নবীর চেয়ে বেশি হতে পারে"।" নবী দেওয়ালের পিছনের কথা জানেনা"।" নবি মরে মাটি হয়ে যায়"।" নামাজে গাধা খচ্চরের কথা মনে পড়লে নামাজ হয়ে যাবে কিন্তু নবীর কথা মনে এলে নামাজ হবেনা"।" দুঃখ-কস্টে কোন নবী বা ওলীকে আহ্বান করলে সে ব্যক্তি মুশরিক{কাফের} ও ইসলাম হতে খারিজ হয়ে যাবে"।যে ব্যাক্তি এমন বিশ্বাস রাখবে যে"নবী স্বাল্লাল্লহু তায়ালা আলাইয়হি অসাল্লাম আমাদের শাফায়াত করবেন সে মুশরিক"।"পৃথিবীর সমস্ত বিদ্যা শয়তান জানে বলা দোষনীয় নয়,কিন্তু নবীজি জানেন বললে তা শেরেক হবে"।" নবীর মত গায়েবী বিদ্যা তো ছোট্ট বাচ্চা,পাগল বরং সমস্ত পশু পক্ষী সবাই জানে"।"নবীরা অথর্ব অকর্মা"।"সুপরিচিত কাক খাওয়া জায়েজ বরং সওয়াবের কাজ"।"আল্লাহ ছাড়া এর কাউকে মানবে না,অন্য কাউকে মানা নিছক বোকামী"।"আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারে"।" কেউ যদি বলে যে আল্লাহ মিথ্যা বলে দিয়েছেন তাবে তাকে ফাসেক,পাপী ও বেদ্বীন বলা অনুচিত"।"আল্লাহ চারশ জন মিথ্যুককে নবী করেছিলেন।সে{আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম}হারামী {জারজসন্তান}ছিল। তার পুরষা-পুরষী তিন তিনটি দাদীও নানী ব্যাভিচারিনী ছিল। তার হাতে মিথ্যা,ধোঁকা,দাগাবাজী ছাড়া আর কিছু ছিলনা।তার কাছে শয়তানী ওহি ও আস্ত"।{এখানেই ক্ষান্ত নয় আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে দাবী করে বলল}"এই অধমের নাম উম্মতি ও রেখেছে আর নবীও।আমাকে সারা জগতের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছে।মরিয়মের ব্যাটার{হযরত ঈসার} কথা ছাড়ো ওর চাইতে আমি ভালো।সেই আল্লাহই ক্বাদিয়ান শহরে নিজ রসুল পাঠিয়েছেন।"{আরো পরিষ্কার ভাবে কেউ বলে উঠল}লাইলাহা ইল্লাল্লাহ আশরাফ আলী রাসুলিল্লাহ।আল্লাহুম্মা স্বল্লে আলা সায়্যেদেনা অ নাবিয়্যেনা অ মাওলামা আশরাফ আলি...।"১

---

১ এই সমস্ত কথা মির্জা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানী,মওলানা ইসমাইল দেহেলবী,কাসিম নানুতবী,রশিদ আহমাদ গাঙ্গোহী,আশরাফ আলী থানুবী ও খালীল

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

এমনই আরো কত শত কথা। প্রায়শই নিত্য নতুন কথা ভেসে ভেসে সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে যেন নতুন কথার ঝোড়ো হাওয়া বা কাল বৈশাখী উথেছে। থামার প্রশ্নই উঠেনা। ছোট-বড়,কাঁচা-পাকা সকলকেই ধূলিসাৎ করে দিতে চায়। এমন নতুন নতুন কথা শুনে ভারতীয় মুসলিম সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে চাঞ্চল্য অশান্তিতে পরিনত হয়। উলামাদের মধ্যে কত বাহাস,কত মুনাজারা,কত দ্বন্দ ,কত কলহ। এমন কি দাঙ্গা হাঙ্গামাও। বাবা পুরনো চিন্তা ধারায় অটল তো ছেলে নতুন কথা মানতে ব্যাকুল। স্বামী এদিকে তো স্ত্রী ওদিকে। ফলতঃ মত ভেদের আগুন ঘরে ঘরে দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। শহর হতে পড়া-গ্রাম সর্বত্র এক বিচিত্র দ্রশ্য। এভাবে অখন্ড সুন্নি মুসলিম সমাজের একতায় চিড় ধরে, ফাটল বাড়ে। হানা হানি মারা মারির অশেষ ধারা বইতে শুরু হয় যা আজও বোয়ে যাচ্ছে। ওরা বলে আমরা ঠিক এরা বলে আমরা ঠিক।

অব শেষে ১৩২৩ হিজরী{সম্ভবতঃ ১৯০৬খ্রীঃ}সালে অর্থাৎ আজ হতে প্রায় ১১৪ বছর আগে ইসলাম ধর্মের প্রান কেন্দ্র মক্কা-মদিনা শরীফের মুফতী সাহেবদের কাছে ওই সব মন্তব্য ও মন্তব্যকারীদের বিষয়ে ফাতওয়া চাওয়া হয়। মক্কা-মদিনার ৩৫ জন গন্য মান্য স্বনামধন্য শীর্ষ মুফতীগন উক্ত বিষয়ে ভিন্ন শব্দ-বাক্যে একই কথা বলেন। সে সমস্ত ফাতওয়া এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয় তাই মুসলিম ভাইদের ঈমান রক্ষার স্বার্থে কেবল মাত্র দুটি ফাতওয়ার মূল অংশ পেশ করা হচ্ছে.....।

"অতএব যাদের বিষয়ে ফাতওয়া চাওয়া হয়েছে তারা কাফের ইসলাম হতে খারিজ। তাদের হতে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। তাদের কে ঘৃণা করা ওয়াজিব। তাদের ভ্রস্ট পথ ও ভুল মতের নিন্দা করা ওয়াজিব। প্রতি মঞ্চে-মাহফিলে তাদের অপমান করা ওয়াজিব। তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া নেকির কাজ। তারাই ক্ষতি গ্রস্থ। তারাই পথভ্রস্ট। তারাই অত্যাচারী। তারা অবশ্যই কাফির।

হে আল্লাহ তাদের কঠিন শাস্তি দিন। তাদেরকে বিতাড়িত ও বিফল করুন। আর যারা তাদের ওই সমস্ত কুকথা কে সঠিক বলবে তাদের ও ওই রুপ করুন।"

ইতি

মুহাম্মাদ সালেহ

মসজিদে হারাম, মক্কা শরীফ। {হুসামুল হারমাইন পৃঃ ৪১}

আহমাদ আম্বেঠী সাহেবদের পুস্তকাদি থেকে নেওয়া হয়েছে ।

বিঃদ্রঃ-সন্দিহান হবেন না যে, এমন মন্তব্য বা কথা ওই সব লেখক লেখেন নি –কেন না সে যুগেই ওই লেখকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা হয় এবং পরবর্তীকালে তাঁদের ভক্ত অনুসারীদের সাথে এ নিয়ে কত মুনাজারা বাক তর্ক হয়েছে ,হচ্ছে কিন্তু অনুসৃত বা অনুগামী কেউই অস্বীকার করেনি বরং স্বগর্বে নিজেদের বলে

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

"আমি খোদার হামদ ও নবীজীর প্রতি দরুদ পাঠ করতঃ বলছি যে,প্রশ্ন পত্রে {ফাতওয়ায়}উল্লেখিত দল অর্থাৎ গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানি,রশিদ আহমাদ গাঙ্গোহী এবং তার অনুসরন কারীগণ যেমন খলীল আহমাদ আম্বেঠি, আশরাফ আলী থানুবী ইত্যাদি সবাই নিঃসন্দেহে কাফের।এদের কাফের হওয়ায় বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই।এমন কি যে বা যারা ওদের কাফের হওয়ায় সন্দেহ করবে কিংবা তাদের কে কফের বলতে সংকোচ করবে তারাও নিঃসন্দেহে কাফের।

আমি আরো বলছি আর দৃঢ় বিস্বাসের সহিত বলছি যে,ওরা মুসলমান নয়। ওরা আসলে কাফেরদের এজেন্ট।ওদের মধ্যে কেউ নবীজীর আনিত ধর্মকে বাতিল করতে চাই, আবার কেউ ইসলামের মূল শিকড়ই উপড়ে দিতে চায়। কেউ নবীজীর আখেরী নবী বা সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা অস্বীকার করতঃ স্বয়ং নিজে নবী হওয়ার দাবী করছে। এদের মধ্যে দেখতে সরল নরম হলেও আসলে বড্ড উগ্রদল হল ওহাবী দল। তাদের উপর খোদার লানত হোক।তারা সাধারণ মানুষকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে,তারাই একমাত্র নবীর সার্বিক অনুসরনকারী এবং তারা ছাড়া আর বাকি সমস্ত পূর্বাপরের আলেমরা বিদআতি {জাহান্নামী}।

হায় আল্লাহ! অতীতের ওই বড় বড় দিজ্ঞজ ধর্মভীরু আলেমগণ যদি নবীভক্ত না হন তবে আর কে হবে?

মোট কথা ওরা আসলে কাফেরদের চর।ইসলাম ধর্মের শত্রু।ওরা এভাবে মুসলমানদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চাইছে।"...।

ইতি

সৈয়্যদ ইসমাইল বিন সৈয়্যদ খলীল

হারম গ্রন্থাগার- মক্কা মুকাররামা {হুসামুল হারামাইন পৃঃ৪৯}

আরব শরীফের ওই সমস্ত ফাতওয়া সমুহ প্রকাশ হওয়ার পর হতে আলেম ওলামাগন উক্ত লেখকগণ এবং এই রুপ মন্তব্য কারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে জনগণকে এমন অইসলামী চিন্তা ধারা হতে সচেতন করতে শুরু করেন।জলসা-জুলুস, পুথি-পত্র মাধ্যমে আরব শরীফের ফাতওয়ার কথা উল্লেখ করতঃ জনগনের ঈমান রক্ষায় রাত-দিন এক করে দেন। ফলতঃ বহু মানুষ যারা প্রথমতঃ ওই দলভুক্ত হয়ে গেছিলেন তারা নিজেদের ভুল বুঝে তওবা করতঃ ওই মত-পথ ত্যাগ করেন এবং পুনরাই সুন্নি দলভুক্ত হতে শুরু করেন।এমন পরিস্থিতি দেখে দেওবন্দী ওহাবীদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে যায়। তাই তারা সুন্নিদের আটকাতে রশিদ আহমাদ গাঙ্গোহী,আশরাফ আলী থানুবী ইত্যাদিদের কাফের বলার বিরুদ্ধে ১২ই জুন ১৯৪৬খ্রীঃ ফৈজাবাদ{ইউ,পি}

স্বীকার করেছে এবং করে আসছে।

দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের বই ছাপানোর বিষয়ে নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট আইন রয়েছে। তাই শতাধিক বছর ধরে অপরের নামে কোন বই বিশেষ করে বিতর্কিত বই অনুমতি ছাড়া ছাপানো যায় না বা অবৈধভাবে ছাপালে প্রকাশকের উপর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

কোর্টে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট মহাবীর প্রসাদ অগ্রবাল সাহেব এঁর এজলাসে মামলা দায়ের করে।যার নং হল ১/৮৪ U/S ২৯৮/৫০০/১৫৩ I.P.C উক্ত কোর্টে সুন্নিদের পক্ষ হতে দেওবন্দী ওহাবীদের বিতর্কিত পুস্তাকাদি সহ মক্কা মদিনার ফাতওয়া ইত্যাদি জমা দেওয়া হয়। দু বছরেরও অধিক সময়াবধি উভয় পক্ষের দলিলাদি শোনার পর ২৫ শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ খীঃ মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় সুন্নিদের স্বপক্ষে রায় দেন।

দেওবন্দী ওহাবীরা ওই রায়কে ফৈজাবাদ সেশন জজ কোর্টে চ্যালেঞ্জ করে।যার রিভিযন নং হল ৫৮/১৯৪৮ ।মাননীয় জজ ইয়াকুব আলী মহাশয় ২৮ শে এপ্রিল ১৯৪৯ খ্রীঃ নিজ রায়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের রায়কে বলবৎ রাখেন আর ওহাবীদের আপিল খারিজ করে দেন । এভাবে মক্কা-মদিনা হতে ভারতীয় কোর্ট সর্বত্রই দেওবন্দী ওহাবীরা লাঞ্ছিত হয় ধীক্কার খায়।

মির্জা গোলাম আহমাদ ক্বাদীয়ানী যে নবী হওয়ার দাবী করেছিল তার অনুসরণকারীদের ক্বাদিয়ানী বলা হয়। আর রশিদ আহমাদ গাঙ্গোহী, আশরাফ আলী থানুবী আদি সাহেবদের অনুসরণকারীদের দেওবিন্দী বলা হয়। বর্তমানে যারা নিজেদের"আহলে হাদীস" বলে থাকেন তারা ইসমাইল দেহলবী সাহেবের অনুসরণ করেন।

সরলমন মুসলমান ভাই! আপ্নারা দেখলেন যে, মির্জা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানী,কাসিম নানুতবী, রশিদ আহমাদ গাঙ্গোহী ইত্যাদি আলেমগণ যারা এই রুপ কুমন্তব্য করেছেন তাদেরকে মক্কা-মদিনার শীর্ষ মুফতিগণ কাফের বলেছেন,এবং যারা তাদের ওই সমস্ত কথাকে সঠিক ভাববে,কিংবা তাদের কে কাফের বলতে সংকোচ করবে তাদেরকেও কাফের বলেছেন।এবং তাদের হতে দুরে থাকতে বলেছেন।এ ছাড়াও ফৈজাবাদ কোর্ট ও তাদের কে দোষী ও কাফের বলে মেনে নিয়েছে।তাই আপনাদের আন্তরীক সুপরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে,নিজ ঈমান রক্ষার স্বার্থে তাদেরকে মুসলমান ভাববেন না।তাদের কোন রকমের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিবেন না। অন্যথায় আপনারই ঈমান চলে যাবে।

আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমান কে বোধশক্তি দিন,ঈমান রক্ষ্যা করার তৌফিক দিন এই কামনার সহিত ইতি...।

প্রকাশকঃ- কিরণ ঋক্ষ্থ অনুসন্ধান কেন্দ্র {পঃবঃ শাখা} মাদ্রাসা নাসিরুদ্দিন আওলিয়া,ফলতা দঃ২৪ পরগনা।

প্রকাশকঃ- কিরণ ঋক্ষ্থ অনুসন্ধান কেন্দ্র,মুবারক পুর,আজম গড়,ইউ,পি...।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

YaNabi.in

Largest Sunni Bangla Site

+919093399730